জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 23 ❑ 24 Aug, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

সরকারি জমি ও পাশের পুকুর দখল করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ যশোর রোডের পাশের জমি ও এক প্রাচীন পুকুর দখল করে কংক্রিটের দোকান নির্মাণের কাজ চলছিল পেট্রাপোল থানার ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিদাসপুর এলাকায়। অভিযোগ পেয়ে শনিবার দুপুরে ওই এলাকায় গিয়ে কাজ বন্ধ করল ভূমি দপ্তরের আধিকারিক।

তৃণমূলের মদতেই তাদের লোকজন এই বেআইনি নির্মাণ করছিল বলে অভিযোগ এনেছে বিজেপি। বিজেপির বনগাঁ সংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'তৃণমূলের মদতে হরিদাসপুর এর সৎসঙ্গ মন্দিরের উল্টো দিকের যশোর রোডের জায়গা ও পেছনের ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের প্রাচীন পুকুর দখল করে এই নির্মাণ কার্য চলছে। এলাকার জল নিকাশি ওই একটি মাত্র মাধ্যম। খবর পেয়ে মহকুমা শাসককের কাছে অভিযোগ জানিয়ে ছিলাম।

অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে নির্মাণ কাজ বন্ধ করলেন বনগাঁ ব্লকের ভূমি দফতরের আধিকারিক সুমন্ত শীল। তিনি বলেন, আমরা অভিযোগ পেয়েছি এবং ঘটনাস্থলে এসে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। তদন্ত করে এই নির্মাণ কাজে এলাকার ৫ থেকে ৬ জনের নাম আমরা পেয়েছি। পাশাপাশি আমরা একটা নোটিশ জারি করেছি যাতে উল্লেখ আছে ১০ দিনের মধ্যে এই পুকুরপাড়টিকে আগের রূপে ফিরিয়ে আনতে হবে।

যারা দোকানগুলি নির্মাণ করছিলেন তাদের বক্তব্য, ''ধার করে দোকান তৈরি করছিলাম। কিছু করে বাঁচার জন্য। সরকার চাইলে যেকোনো সময় আমরা জমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।'' অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সহ সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, ''এই দোকান নির্মাণের সঙ্গে তৃণমূলের কোন যোগ নেই। শুনেছি এলাকার কিছু বেকার ছেলেরা দোকানগুলি করছিল। প্রশাসন বন্ধ করে দিয়েছে।'' পাশাপাশি তিনি প্রশাসনের কাছে আবেদন করেন পাশের বিজেপির একটি কংক্রিটের অফিস সরকারি জায়গার উপর তৈরি করা হয়েছে সে বিষয়ে যেন প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ করে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে ভয়াবহ চুরি, প্রশাসনের কাছে কাতর আবেদন পরিবারের

প্রতিনিধি ঃ বাড়ির কর্তা ক্যান্সার আক্রান্ত। চিকিৎসা চলছে কলকাতায়। পরিজনেরা তাকে নিয়ে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত। আর এই সুযোগে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকা, সোনার গহনা সহ নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। সোমবার সকালে বাড়ি ফিরে লন্ড ভন্ড বাড়ি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন আনন্দবাবুর স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে, গাইঘাটা থানার পোতাপাড়া এলাকায়। খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।

মেয়ে বিজলি বিশ্বাস বলেন, ''মা বাড়িতে ছিল না। আমরা সবাই বাবার চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত। বাবাকে আজকে বাড়িতে আনার কথা ছিল। কিন্তু সকালে বাড়ি এসে দেখি ঘরের টিন ভেঙ্গে চোর ঢুকে আলমারি ভেঙ্গে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার সোনার গহনা, চিকিৎসার জন্য রাখা নগদ ৮০ হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছে। এখন কিভাবে বাবার চিকিৎসা করব আর সংসারই বা চলবে কী করে, সেটা বুঝে উঠতে পারছি না!'' আত্মীয় কৌশিক হালদার বলেন, ''চিকিৎসার জন্য রাখা টাকা চোরেরা নিয়ে গেল। এবার চিকিৎসা কি করে হবে। পরিবারটাই বা কিভাবে চলবে আমরা ভেবে পারছি না প্রশাসনের কাছে অনুরোধ দ্রুত তদন্ত করে চুরি যাওয়ার সামগ্রী উদ্ধারের ব্যবস্থা করুক।'' এদিন চুরির খবর পেয়ে এলাকার মানুষ এসে বাড়িতে ভিড় করেছে। লণ্ড ভণ্ড অবস্থায় ঘর দেখে তারা আঁতকে উঠে। অসুস্থ বিশ্বাস বিশ্বাসের পরবর্তী চিকিৎসা এবার কিভাবে চলবে সেই প্রশ্নই করছেন তারা।

পেট্রাপোলে ডেঙ্গু পরীক্ষার কিটসহ ধৃত বাংলাদেশি যাত্রী

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি সময় ডেঙ্গু পরীক্ষার কিটসহ একাধিক ব্যক্তিকে আটক করেছিল বিএসএফ। ফের বুধবার সকালে ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট সহ এক বাংলাদেশী যাত্রীকে গ্রেফতার করলো পেট্রাপোল থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশি যাত্রীর নাম সোহেল রানা। বাংলাদেশের যশোর জেলার বাসিন্দা। মোট আটক হওয়া ডেঙ্গু কিট এর ৬৮ টি প্যাকেট উদ্ধার হয়েছে তার কাছ থেকে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।

পুলিশ জানিয়েছে, দিন কয়েক আগে পাসপোর্ট এর মাধ্যমে ভারতে এসেছিল সোহেল। ভারত থেকে কিট গুলি কিনে এদিন সকালে ব্যাগে করে বনগাঁ শহর থেকে পেট্রাপোল বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। সূত্র মারফত পুলিশ আগে ভাগে খবর পেয়ে যায়। সোহেল পেট্রাপোল বন্দর এলাকায় যেতেই পুলিশ তাকে হাতে নাতে আটক করে, উদ্ধার হয় ডেঙ্গু কিটগুলি। ধৃতকে এদিন বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

সম্প্রতি সময়ে বিএসএফ বাংলাদেশে যাবার পথে একাধিক ব্যক্তিকে সন্দেহজনক ভাবে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকার ডেঙ্গু কিট উদ্ধার করেছিল। ফের এক বাংলাদেশী যাত্রীর কাছ থেকে কিট উদ্ধারের ঘটনা। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ হয়তো বাড়ছে, সে কারণেই কিটের চাহিদা বেড়েছে।

জনগণ বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে আমরা দায়ী থাকবো না : বিশ্বজিৎ দাস

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলের কর্মসূচি থেকে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের বনগাঁ সংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। দেবদাস বাবুকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''এই সমাজ বিরোধী যদি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ শুরু করতে চায়, জনগণ আপনার বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে, তার জন্য আমরা দায়ী থাকবো না।''

বুধবার বিকেলে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে বনগাঁ শহরে মিছিল বার করা হয়। কয়েক হাজার মানুষ সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। নীলদর্পণ অডিটোরিয়ামের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। বাটামোড় হয়ে মিছিল শেষ হয় মতিগঞ্জ ঘড়ির মোড় এলাকায়। সেখানে একটি সভাও করা হয়। পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে বিশ্বজিৎ বাবু ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বনগাঁর পৌর প্রধান গোপাল শেঠ, বনগাঁর প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুর সহ অনেকে।

ওই সভা থেকে তৃণমূলের নেতারা বিজেপির জেলা সভাপতির উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দেন। বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, ''এখানে এক সমাজ বিরোধী আছে। সে এখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করছে। কিন্তু মনে রাখবেন, এটা নতুন তৃণমূল। আপনি সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ শুরু করার চেষ্টা করলে, জনগণ আপনার বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে। তার জন্য তৃণমূল দায়ী থাকবে না।'' বিশ্বজিৎ বাবু আরো বলেন, ''ওই দুষ্কৃতী কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য নিজের বাড়ি নিজেই ভাঙচুর করবে। নিজের বাড়িতে নিজেই বোমা মারবে। বহু মানুষের জমি সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করে দিল্লিতে ফ্ল্যাট কিনেছে।''

তৃতীয় পাতায়...

ফের প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্দেশ্যে কুকথা বিজেপি বিধায়কের

প্রতিনিধি ঃ পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যের এসডিও, বিডিওদের ভূমিকা ছিল নির্লজ্জ বেহায়াদের মত বলে দাবি করলেন বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। তার কথায়, এসডিও বিডিওরা পঞ্চায়েত ভোটে যে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করেছেন তা দেখে মনে হয়েছে, তারা তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনীর অবৈধ সন্তানের ভূমিকা পালন করেছে। রবিবার সন্ধ্যায় গাইঘাটা ব্লকের বর্ণবেড়িয়ায় বিজেপির কর্মীসভা ছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের ভাষণে স্বপনবাবু আরো বলেন, ''আমার জীবন দশায় এসডিও, বিডিও প্রশাসনের এমন নির্লজ্জ বেহায়ার মত ভূমিকা দেখিনি। তাদের মুখে জুতো পেটানো উচিত।''

তৃতীয় পাতায়...

ভাইকে পিটিয়ে খুন করলো ভাই

প্রতিনিধি ঃ বড় ভাইয়ের নতুন তৈরি বাড়ির ছাদের জল গড়িয়ে পড়ছিল ছোট ভাইয়ের বাড়িতে। ছোট ভাই প্রতিবাদ করায় কাঠের মুগুর দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে খুন করার অভিযোগ উঠল বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার ট্যাংরা কলোনি এলাকায়।

মৃত ছোট ভাইয়ের নাম বিষ্ণু মন্ডল (৫৫)। অভিযুক্ত বড় ভাইয়ের নাম দ্বিজহর মন্ডল। গুরুতর যখম অবস্থায় বিষ্ণু মন্ডলকে পরিবার ও প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

এরপর স্থানীয়রা অভিযুক্তকে স্থানীয় ক্লাব ঘরে আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

প্রৌঢ়কে কুপিয়ে খুন, ধৃত অভিযুক্ত

প্রতিনিধি ঃ সকালে বাড়ির উঠোনে বসে মুরগির খাচা তৈরি করছিলেন এক প্রৌঢ়। অভিযোগ সেখানে প্রতিবেশী এক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার উপর হামলা করে। বুকে হাতে বেপরোয়া ভাবে কোপ দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কুজারবাগী এলাকায়।

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ২৩ ❐ ২৪ আগস্ট, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

জল নিয়ে ছেলেখেলা নয়-একটু ভাবুন

জলের আরেক নাম জীবন। তাই জলের জন্য যদি জীবন বিপর্যস্ত হয় তাহলে দায়ী আমরাই। আমাদের অসচেতনতা। কারণ অনেক সময় আমরা অযথা জল নষ্ট করি। জল যে আমাদের জীবনে কত বড় বন্ধু, মাঝেমাঝে সেটা আমরা ভুলে যাই। সমগ্র মানবকুলকে জলের প্রয়োজনে বাঁচতে প্রথমে চাই গণ-সচেতনতা। জল কোনোভাবেই নষ্ট করা চলবে না। আমাদের এই বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। অনেক সময় রাস্তাঘাটে দেখা যায়, কল থেকে জল নির্গত হয়ে চলেছে অনর্গল, অথচ কেউ একজন এগিয়ে এসে কলটা বন্ধ করে দিচ্ছে না— এটা সম্পূর্ণভাবে মানব মনের অসচেতনতা। শুধু রাস্তাঘাট নয়, বাড়ির কলের ব্যাপারেও আমাদের জাগ্রত থাকতে হবে। জলের ব্যাপারে যেভাবে ভূগর্ভস্থ থেকে জল তোলা হচ্ছে তাতে একদিন না একদিন হয়তো দেশবাসীকে ওয়াটার ক্রাইসিসে ভুগতে হতে পারে। তাই এখন থেকে যদি আমরা সচেতন হই, জল আমরা অযথা নষ্ট হতে দেব না, এই ভাবনা নিয়ে এখন থেকেই এগোতে হবে।

মানুষ যেসব রোগে আক্রান্ত হয়— তার অনেকগুলি জলবাহিত। সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— আমাশয়, কলেরা, জন্ডিস, চর্মরোগ। ইদানিং কোন কোন অঞ্চলে আর্সেনিকের পরিমাণ মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ার ফলে ভয়ংকর রোগ দেখা দেয়। এইগুলি আমাদের ভালোভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে। এসবের জন্য প্রয়োজন নাগরিক কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া। ২০০০ সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘ W. H. O মাঝেমধ্যেই বিশুদ্ধ পরিশ্রুত জলের অভাব মেটাতে গড়ে উঠেছে এক নতুন শিল্প। জল শিল্প। কিছু সংস্থা বোতলে মিনারেল ওয়াটার তৈরি করে বাজারে ছেড়েছে। ১ লিটার মিনারেল ওয়াটার, এক লিটার দুধের দামের মধ্যে সামান্য পার্থক্য। তবে এইসব সংস্থার দাবি মতো, ওই পানীয় জল কতটা বিশুদ্ধ সে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

প্রাত্যহিক জীবনে একটা দিন অনাহারে কাটানো যায়, কিন্তু জল ছাড়া একটা দিন ভাবা যায় না। সভ্যতার অগ্রগতি একটার পর একটা প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে। এবার জলের পালা। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, সমস্ত প্রাণীকুলকে বাঁচাতে জল যেন আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারি। তেড়ে গণ আন্দোলন করা উচিত। আগামী দিনে জল অপচয় যেন আমরা না করি। অপচয় করলে একদিন না একদিন আমাদের বিশাল বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

বাদশাহী হারেম কাহিনি

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন পলাশীতে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পরও হারেম ব্যবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মকর্তা ও ইংরেজ বণিকগণ নবাবের মতো হারেমরীতি অনুসরণ করেছেন। তাঁদের হারেমে আর্মেনীয়, পর্তুগিজ, বাঙালি ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীদের সমাবেশ ঘটেছিল। সাধারণত বাংলার নবাবেরা দুই বা ততধিক বিয়ে করতেন। সর্বজ্যেষ্ঠা বেগম ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং বিভিন্ন সম্মানের অধিকারী। হরেমের সমগ্র ব্যবস্থাপনা নবাবের প্রত্যেক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। নির্দিষ্ট দিনে নবাব নির্দিষ্ট পত্নীর সেবা গ্রহণ করতেন। 'কানিজ'-রাই নবাবের জন্য। সবরকম আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতেন। বাইরে কোথাও ভ্রমণের সময় কেবল নবাবের প্রিয় পত্নী তাঁর সঙ্গী হতে পারতেন। অন্য পত্নীরা খোজাদের তত্ত্বাবধানে নিজ মহলে থাকতেন।

হারেমের নারীদের পোশাক ছিল বহু মূল্যবান। দামী খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং সমস্ত রকম পার্থিব সুখ উপভোগ করতে নবাবের সুদৃষ্টি লাভের জন্য তাঁরা প্রায়াই পরস্পরের প্রতি বিশিষ্ট মনোভাব পোষণ করতেন। নবাব ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষ যাতে কোনও বেগমের দর্শনলাভ করতে না পারে, সেজন্যর প্রত্যেক বেগমের প্রহরায় খোজা ও বাঙালি মহিলা ক্রীতদাস নিয়োগ করতেন। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাও (আমীর পত্নী) বিলাসী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।

বাংলার নবাবদের প্রত্যেক পত্নী প্রাসাদে পৃথক পৃথকভাবে বাস করতেন। তাঁদের প্রত্যেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের নির্দিষ্ট ভাতা পেতেন। তাঁদের সেবায় নিযুক্ত দাস-দাসীরাও নির্দিষ্ট হারে বেতন পেতেন। মুঘলদের মতো বাংলার নবাবদেরও উপপত্নী ছিল। সঙ্গীতের আসরে তাঁরা নবাবকে আফিম ও নেশাযুক্ত উত্তেজক পানীয় গ্রহণে উৎসাহিত করতেন। প্রত্যেক উপপত্নী নিজস্ব ভবনে বাস করতেন। তবে বাংলার নবাবদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রমী দেখা গিয়েছে নবাব আলিবর্দি খাঁ। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু। তার সমসাময়িক ইউরোপীয়রা তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। তিনি কখনও মদ ও নারীর প্রতি আসক্ত ছিলেন না। পরাজিত ও নিহত এবং বিদ্রোহীদের স্ত্রী-কন্যারা নবাব আলিবর্দির হারেমে আশ্রয় পেতেন। তাঁদের প্রতি সদয় ব্যবহার এবং হারেমের অভ্যন্তরে তাঁদের নির্দিষ্ট ভবনের ব্যবস্থা করে দিতেন। যখন নবাব আলিবর্দি

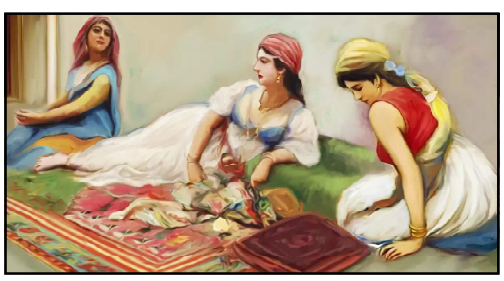

উপহার হিসাবে কোন ফল বা কোনও উপঢৌকন পেতেন তখনই তিনি তাঁর বেগমদের মাধ্যমে অন্তঃপুরের নারীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতিতে বাংলার নবাবের হারেমে কোনও কোনও মহিলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এদের মধ্যেদ ঘসেটি বেগম, লুৎফুন্নেসা বেগম ও মুন্নি বেগমের নাম উল্লেখযোগ্য।

চলবে...

যশোর রোডের দু'পাশের গাছ বাঁচানো ও হেরিটেজ ঘোষণার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি, আন্দোলনে এপিডিআর

প্রতিনিধি ঃ কয়েক মাস ধরে এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে সই সংগ্রহ করে ২১ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যশোর রোডের দু-পাশের শিরিস গাছ বাঁচানোর দাবি নিয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার কথা জানিয়ে সভা করল মানব অধিকার রক্ষা সমিতির বনগাঁ- বারাসাত শাখার সদস্যরা।

রবিবার বিকেলে বনগাঁর যশোর রোড সংলগ্ন ১ নম্বর রেলগেট এলাকায় পোস্টার ব্যানার নিয়ে মানুষের মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা করেন সদস্যরা। পাশাপাশি যশোর রোডের পাশের শিরিস গাছগুলিকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি তোলেন তারা।

প্রসঙ্গত কয়েক বছর আগে বনগাঁ থেকে বারাসাত পর্যন্ত পাঁচটি লেভেল ক্রসিং তৈরির কারণে যশোরের সম্প্রসারণ এর জন্য প্রায় ৩০০ এর উপর গাছ কাটার কথা ঘোষণা হয়েছিল। গাছ কাটার কাজ শুরু হলেও এ পিডিআর ও কয়েকটি সংগঠন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। তারপর থেকে গাছ কাটার কাজ বন্ধ রয়েছে। তারপরেও যশোর রোডের মরা গাছের ডাল পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। তারপরে ফের একাধিক ব্যক্তি গাছ কেটে যশোর রোড সম্প্রসারণের দাবি জানিয়েছিলেন।

এপিডিআর কর্তারা বলেন, 'যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থায়ী ও সুন্দর করবার জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছু বিকল্প প্রস্তাব রাখতে চলেছি। যশোর রোডের গাছগুলিকে বাঁচানোর আবেদন জানাবো।

বারাসাত এপিডিআর শাখার সম্পাদক বাপ্পা বলেন, 'আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে তার ওপর কিছু বলতে চাই না, কিন্তু আমরা চাই জনগণ ঠিক, করুক গাছ কাটা হবে কি হবে না। যশোর রোডের দু'ধারে প্রায় চার হাজারেরও বেশি গাছ রয়েছে। আমরা কয়েক হাজার মানুষের স্বাক্ষর নিয়েছি। সেগুলি ২১ তারিখ মুখ্যমন্ত্রীকে দেব। আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।''

সফল চন্দ্রাভিযান, উল্লাস দিকে দিকে মিষ্টি বিতরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২৩ আগষ্ট বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে ইসরো প্রেরিত চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডার বিক্রমের সফল ভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটি ছোঁয়ার ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী সমস্ত দেশবাসী উল্লাসে মেতে ওঠেন।

বিশ্ববাসীর সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরনকারী চতুর্থ দেশ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নাম উঠলো ভারতবর্ষের। চন্দ্র বিজয়ে সমস্ত দেশবাসী বিপুল আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন। সেই আনন্দে নিজেদেরকেও যুক্ত করেন চাঁদপাড়া সানাপাড়ার এস সি এস টি ওয়েলফেয়ার এ্যসোসিয়াশনের সদস্যগণও।

এদিনে সন্ধ্যায় ভারতবাসীর চন্দ্র বিজয়ের শুভক্ষণে এ্যসোসিয়েশনের সদস্যগণ রাস্তায় চলে আসেন। একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। ইসরোর বিজ্ঞানীদের নামে জয়ধ্বনি দেন। শুধু তাই নয়, পথ চলতি মানুষজনকেও মিষ্টি মুখ করান এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ। সংগঠনের সভাপতি উদয় সানা ও সম্পাদক ও শিক্ষক মলয় সানা বলেন দেশের এই গৌরব ও বিপুল আনন্দের ভাগ সকলে মিলে ভাগ করে নিলাম। এই জয় সকল ভারতবাসীর।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

সম্প্রতি প্রয়াত পরমাণু বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ

অজয় মজুমদার

বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯৪৫ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি রাজ পরিবারে। বছরখানেক ধরেই তিনি বার্ধক্য জনিত বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। ১১ই আগস্ট ২০২৩ সকাল ৯ টায় কলকাতার হাজরার এক নার্সিংহোমে তার মৃত্যু হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা তিনি শেষ করেন, পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বৃটেনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হন। ফিরে এসে ভারতের পরমাণু গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হন। ভাবা অ্যাটমিক সেন্টারের সঙ্গেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৯ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। পরমাণু গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যকে কাজে লাগাতে ভারত সরকার গুরু দায়িত্ব দেয় ও ২০০৫ সালে তখনকার প্রধানমন্ত্রী ড: মনমোহন সিং এর সময় তাকে বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করেন। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় বার তাঁকে ওই পদে নির্বাচিত করা হয়। ২০১০ সালে পদ্মভূষণ সম্মান পান ডঃ বিকাশ সিংহ। তিনি ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এর অধিকর্তার দায়িত্ব সামলেছেন। গবেষণার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা প্রসারের কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি করে গিয়েছেন। বাংলার এই কৃতি সন্তান, এই প্রতিভাবান পরমাণু বিজ্ঞানী তাঁর শুধুমাত্র জ্ঞানের জগতেই নয়, চলমান জনজীবনেও তাঁর অবদানের মাধ্যমে আমাদের গর্বিত করেছেন। ২০২২ সালে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন।

কলকাতায় সংস্থা 'ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সেটিকে বিশ্বমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন ড: বিকাশ সিংহ। তিনি সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এর অধিকর্তা পদে যুক্ত ছিলেন। 'ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার'-এর হোমি ভাবা অধ্যাপক পদেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ড: সিংহ জুন ২০০৫ পর্যন্ত জাতীয় প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট বাএনআইটি দুর্গাপুর বোর্ড অফ গভর্নর এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি দেশ-বিদেশে সমাদৃত ছিলেন পরমাণু গবেষণা এবং বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক হিসাবে।

প্রশ্ন আসতে পারে ড: সিংহ কেন বিজ্ঞানী হিসেবে এতটা সফল। আধুনিক পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান তাঁর বিষয়। একটি ভারী নিউক্লিয়াস শত শত নিউক্লিয়ন ধারণ করতে পারে। এর মানে এটা দাঁড়ায় যে, কিছু অনুমানে এটিকে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল এর পরিবর্তে ক্লাসিক্যাল সিস্টেম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

বিদেশের মাটিতে গবেষণার সূত্রপাত হলেও নিজের দেশ তথা নিজের মাটিকে কখনোই অস্বীকার করেননি ড: সিংহ। নিজের জেলা মুর্শিদাবাদ এর সাথেও তাঁর যোগাযোগ ছিল অবিচ্ছেদ্য। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বিজ্ঞানের চর্চার সূত্রপাত সব সময়ই গ্রামে-গঞ্জেই হবে, শহরে হবে না। তাঁর নিজের সাফল্যের পেছনেও তিনি বারবার গ্রামের পরিবেশে বড় হয়ে ওঠাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

মহান বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহের অকাল প্রয়াণে দেশ শোকাহত। বাংলার এক কৃতি সন্তান, প্রতিভাবান পরমাণু বিজ্ঞানী শুধুমাত্র জ্ঞানের জগতকেই নয়, জনজীবনেও তার অবদানের মাধ্যমে আমাদের গর্বিত করেছেন।

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন হচ্ছে, এর বিপক্ষে জনমত তৈরি করতে মাঠে নেমেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী সুজয় বসু তখন আর চুপ থাকেননি বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ। তিনিও কলম ধরেছেন। ২০০৮ সালে ইউপিএ সরকার থেকে বেরিয়ে আসেন বামপন্থীরা, কারণ ছিল ভারত-আমেরিকার পরমাণু চুক্তি। তারপর রাজ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন নিয়েও অস্বস্তিতে পড়তে হয় তৎকালীন বাম সরকারকে। তবে সুন্দরবনে, পরে পশ্চিম মেদিনীপুরের হরিপুরে প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করেন বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মীরা এবং স্থানীয় মানুষ। এই প্রতিবাদ শুধু মাঠে ময়দানে নয়, চলে বৌদ্ধিক স্তরেও। ভালো- মন্দ নিয়ে বৌদ্ধিক স্তরের চর্চায় যে দুজন বিজ্ঞানী অগ্রণী ভূমিকা নেন তাদের মধ্যে একজন হলেন সুজয় বসু এবং অন্যজন ডঃ বিকাশ সিংহ।

বিজ্ঞানীর কাজ শুধু গবেষণাগারে বসে নিরন্তর গবেষণা করা নয়। ডঃ সিংহ-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, যে মানব সমাজে অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন, তার কাজ সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দেওয়া। বিপক্ষে জনমত তৈরি করতে মাঠে নেমেছেন সুজয় বসু। পাল্টা কলম ধরেছেন বিকাশ সিংহ। সাধারণ মানুষের মতো করে, বোঝাচ্ছেন। সেমিনারে যাচ্ছেন। বক্তব্য রেখেছেন। বিপক্ষে যুক্তিতে পর্যুদস্ত হচ্ছেন। পাল্টা যুক্তি তুলে ধরেছেন। তার কী প্রয়োজন ছিল। তিনি তো গবেষণা সংস্থার মাথায় বসে আছেন। এই বৌদ্ধিক লড়াইয়ের একটি উল্টো দিকও আছে। এতে মানুষ শিক্ষিত হয়। পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতে না জানা অনেক কিছু জানতে পারে। আনন্দবাজারে তাঁর প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "অনন্ত যুগ একদিন ফুরাবে।" বিষয়টি মূলত "ব্ল্যাক হোল- কে" নিয়ে লেখা প্রবন্ধ। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের যুগ শুরু হয়েছিল ১৪০০ কোটি বছর আগে। এই অনন্তযুগ বাস্তবে অনন্ত নয়। ব্রহ্মাণ্ডের জীবনেরও শুরু আছে, শেষ আছে। অনেকটা মানুষের জীবনের মত। তবে সময়ের পরিধি একেবারেই ভিন্ন। মানুষের জীবন ১০০ বছরের মত। ব্রহ্মাণ্ড -এর জীবন তিন থেকে পাঁচ হাজার কোটি বছর। কত সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে লেখা। বাংলায় যে অভ্যাসটা শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাথ সাহা, একই অভ্যাস চালিয়ে গেছেন বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ।

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
https://www.sarbabhaumasamachar.in/
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

সম্পন্ন হল শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর নাট্য মিলন উৎসব-২৩

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী অশোকনগর শহীদ সদনে সম্পন্ন করলো "নাট্য মিলন উৎসব-২৩"। এদিন বিকাল সাড়ে পাঁচটায় উৎসবের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সুতপেশ চক্রবর্তী মহাশয়। অতিথির আসন অলঙ্কৃত

করেন নাট্যকার পরিচালক সৌমেন দাস, নাট্যকার পরিচালক শুভাশিস রায়চৌধুরী, নির্দেশক যোগরাজ চৌধুরী, নির্দেশক জগদীশ ঘরামী মহাশয়। অতিথিবরণ ও ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে শুরু হয় নাটক প্রদর্শন। প্রথম পরিবেশন করে বিরাটি ব্রাত্যসারথি তাদের "পরম্পরা " নাটক- থিয়েটার কর্মীদের পারিবারিক ও সামাজিক বাধা নিয়ে নাটক সাড়া ফেলে।

এরপর হালিশহর জাতীয় সংহতিকে আশ্রয় করে পরিবেশন করে নাটক "ময়না দ্বীপের ঠিকানা"। গোবরডাঙা খাঁটুরা চিত্তপট নাট্য সংস্থা পরিবেশন করে "মোহনদাসের মূর্তি "। দেশ ভক্তির পটভূমিকায় জাতীয়তাবোধের নাটক"রণভূমি"। নাটকটির রচনা নির্দেশনায় রয়েছেন দিলীপ ঘোষ। অভিনয়ে সুজয় রাহা, মাধুরী ঘোষ, শ্রাবণী সর্দার, বিউটি সর্দার এবং দিলীপ ঘোষ এর অভিনয় দর্শক মনকে ভীষণভাবে উজ্জীবিত করে তোলে। আলোক সম্পাতে মলয় বিশ্বাস এবং বাপী দাসের আবহসঙ্গীত প্রশংসার দাবিদার। গোবরডাঙার নকসা নাট্য সংস্থা পরিবেশন করে "হুলো"। অশোকনগর অর্ক পরিবেশন করে "অজ্ঞাত রাশি"। এই উৎসবে নাট্য ব্যক্তি সুতপেশ চক্রবর্তীকে রতন ঘোষ স্মৃতি সম্মানে ভূষিত করা। দলের কর্ণধার দিলীপ ঘোষ বলেন, এবারে দর্শক এই উৎসবের জীবন্ত রূপ দিয়েছে।

উদ্ধার ৫০ কেজি গাঁজা, ধৃত ১

প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাতে নাতে পাকড়াও এক ব্যক্তি। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশে পাঁচার করার আগে প্রায় ৫০ কেজি গাঁজা সহ একজনকে গ্রেফতার করে গোপালনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শঙ্কর পান্ডে (৪৩), বাড়ি চাকদা থানার অন্তর্গত চাঁপাতলা এলাকায়। সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুড়িঘাট ব্রিজে তল্লাশি চালানোর সময় সন্দেহজন একটি টোটোকে আটক করতেই ৪৮ কিলো ২৪০ গাঁজা সহ একটি পেন ড্রাইভ উদ্ধার করে গোপালনগর থানার পুলিশ। সাথে সাথেই এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে গোপালনগর থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, ওই গাঁজাগুলো চাকদহ থেকে পেট্রাপোল সীমান্তের দিকে পাচার উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় পুলিশ তাদের কে আটকায় এবং তল্লাশি করে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৪৮ কিলো ২৪০ গ্রাম গাঁজা। এদিন ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পেশ করে গোপালনগর থানার পুলিশ।

কবিগুরুর প্রয়াণ দিবসে বৃক্ষচারা রোপন

সঞ্জিত সাহা ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৩ তম তিরোধান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করেন স্বরূপনগর ব্লকের গয়েশপুর করুণাময়ী মিশন ও প্রান্তিক নাট্যতীর্থের সদস্যগণ। ২২শে শ্রাবন কবির প্রয়াণ দিবসের সকলে সংস্থার ছোট-বড় সদস্যগণ এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে মিলিত হয় কবির জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতিচারনায় অংশ নেন।

সংগঠনের কর্ণধার অনিমেষ বসাক কবির আসামান্য প্রতিভার কথা তুলে ধরে সমবেত ছাত্র ছাত্রীগণকে তাঁর বিভিন্ন লেখা পাঠের আহ্বান জানান। উপস্থিত শিক্ষিকা রাখি বসাক কবিগুরুর জীবনের বহু দিন শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন। কবিগুরুর স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত পড়ুয়ারা কবিগুরুর সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যম কবিকে শ্রদ্ধা জানায়। কথায়, কবিতায় ও সংগীতে অনুষ্ঠানটিতে প্রানবন্ত করে তোলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী কিশোর মল্লিক। শ্রীমল্লিক এদিন চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে করিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে মিশন অঙ্কনে গাছের চারা রোপনে অংশ নেন উপস্থিত সকলে। সংগঠনের সদস্য, এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে করুণাময়ী মিশন আয়োজিত এদিনের কবি বন্দনার অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
UNICORN
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়। কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

ঠাকুরনগরে অনুষ্ঠিত হল মৃদঙ্গম এর দেশাত্মবোধক নাটক

নীরেশ ভৌমিকঃ সম্প্রতি ঠাকুরনগর মিলন সংঘ প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ হয়ে গেলো গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম - এর নবতম দেশ ভক্তি নাট্য প্রযোজনা "The Unseen Hero Satish Kar' A freedom Fighter"। ভাবনা, নাট্য রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন বরুণ কর। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা দেশ জুড়ে গত ২ বছর ধরে যে "আজাদী কা অমৃত মহোৎসব"এর অনুষ্ঠান চলছিল তার একটা অংশীদার হিসাবে সঙ্গীত নাটক একাডেমী, নিউ দিল্লীর আর্থিক সহায়তায় গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম এই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে সক্ষম হয়। পরাধীনতার শৃংখল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার জন্য কত সহস্র যে অজানা বীর প্রাণ দিয়েছে, কত অজানা বীর যে দেশের জন্য বাড়ী ঘর ছেড়ে স্বাধীনতার লড়াই এ ঝাঁপিয়ে

পড়েছিল তা স্বাধীন ভারতের প্রায় সংখ্যক নাগরিক তাদের নামও জানে না বা জানলেও মনে রাখে নি। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম নাটকের মধ্য দিয়ে তার জীবন কাহিনী মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টা দেখালো। নাটকের কলা কুশীলব নতুন হলেও চেষ্টা করেছে চরিত্রগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নাম সংকীত্তনের আয়োজন

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকুরিয়া চৌমাথা সংলগ্ন বিশ্বাসবাড়ির রাধাগোবিন্দ সেবা মন্দির অঙ্গনে ১৬ প্রহরব্যাপী নাম সংকীত্তনের আয়োজন করা হয়েছে। ভক্তপ্রাণ প্রয়াত অভিমন্যু বিশ্বাস ও ঊর্মিলা বিশ্বাসের পুত্র-কন্যা ও নাতি আয়ুস বিশ্বাসের ব্যবস্থাপনায় ১৮ ভাদ্র থেকে ২১ ভাদ্র অবধি নাম সংকীত্তন সহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

অন্যতম আয়োজক শিব শংকর বিশ্বাস জানান, এবারে মহানামযজ্ঞে নামগান পরিবেশন করবে রায় রামানন্দ সম্প্রদায়, রসময় সম্প্রদায়, ঠাকুরনগরের মহাতীর্থ সম্প্রদায়, বকচরা গ্রামের শ্রীগুরু সম্প্রদায় এবং ঢাকুরিয়ার হরি-গুরুচাঁদ সম্প্রদায়। এছাড়াও থাকছে নহাটার প্রাণপল্লবী সম্প্রদায়ের রাসকীর্ত্তন। শেষদিনে মহাপ্রভুর ভোগরাগ ও নগর সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে এবারের নামযজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আসন্ন এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলাকার স্নাধর্মপ্রাণ মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে পালিত হলো স্যালুট ডে

নীরেশ ভৌমিক ঃ সম্প্রতি দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে স্যালুট ডে পালিত হলো 'দৃষ্টির' নিজস্ব শিল্প চর্চা কেন্দ্র শিল্পশালায়। পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় নাট্যদলগুলির মধ্যে অন্যতম দত্তপুকুর

দৃষ্টি। 'দৃষ্টি'র উদ্যোগেই দত্তপুকুরে ২০০৬ সালের ১৫ ই আগস্ট প্রথম নাট্যচর্চার মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস পালনের এই অভিনব প্রচেষ্টা শুরু হয়। তবে প্রথম বছর এই কর্মসূচির নাম ছিল— 'ছয়দল একদিন'। এবছর এই স্যালুট ডে তে অংশগ্রহণকারী দলগুলি হলো— গোবরডাঙা নাবিক নাট্যম, মহুলন্দপুর ইমন মাইম, দত্তপুকুর মৈত্রী সংঘের প্রযোজনা - '৩১/১ জগবন্ধু রিফিউজি কলোনি', নির্দেশনায় ঐশী ভট্টাচার্য্য, দত্তপুকুর দৃষ্টির প্রযোজনা - ' জাঁতাবুড়ির কুয়ো' ভাবনা ও সামগ্রিক নির্দেশনায় ভাস্কর মুখার্জি। এইবছর প্রথম বার স্যালুট ডে পালিত হলো দৃষ্টির নিজস্ব মহলা কক্ষ শিল্পশালায়। এদিনের অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সুমন চ্যাটার্জী। আনুমানিক ১৫০জন দর্শকের উপস্থিতে এদিনের অনুষ্ঠানটি একটি অন্য মাত্রা পায়।

ইফকোর কৃষক সভা

নীরেশ ভৌমিকঃ বনগাঁ ব্লকের বৈরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে গত ১৯ আগষ্ট এক কৃষি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বৃহত্তম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মাস ফার্টিলাইজার কোম্পানির (ইফকো) উদ্যোগে এবং বৈরামপুর কৃষি সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এদিনের কৃষি আলোচনা চক্রে এলেকার জনা ৫০ কৃষিজীবী উপস্থিত হন।

নারকেল চারা বিতরন

নীরেশ ভৌমিক ঃ ব্লকের চাষিদের মধ্যে নারকেল গাছের চারা বিতরন করল গাইঘাটা ব্লকের কৃষি দপ্তর। গত ২৪ আগষ্ট এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েকজন চাষির হাতে চারাগাছ তুলে দিয়ে কর্মসূচীর সূচনা করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির নব নির্বাচিত সভাপতি ইলা বাকচি, ছিলেন ব্লকের জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায়, দপ্তর সূত্রে জানা গেল, ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের নারকেল চাষিদের মধ্যে ২২০০ টি চারা গাছ বিতরণ করা হবে। এদিন বিনা মূল্যে নারকেল গাছের চারা পেয়ে অতিশয় খুশি উপস্থিত উপভোক্তগণ।

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Propritor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

প্রৌঢ়কে কুপিয়ে খুন

প্রথমপাতার পর...

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম রঞ্জিত বালা (৫৪)। অভিযুক্তর নাম অঘোর বিশ্বাস। মৃত্যুর ঘটনার পর গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা অঘোরের বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়িঘর আসবাবপত্র ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে বাগদা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। অঘোরকে গ্রেফতার করে এবং মৃত রঞ্জিতের দেহ ময়না তদন্তে পাঠায়। মৃত রঞ্জিত বাবুর স্ত্রী ঊষা বালা বলেন, 'অঘোর বিশ্বাস আমাদের প্রতিবেশী। তার সঙ্গে এমনি কোন গন্ডগোল ছিল না। তার সন্দেহ ছিল, আমার স্বামী নাকি তার স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন। যদিও এই সন্দেহ সম্পূর্ণই মিথ্যা।'

ফের প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্দেশ্যে কুকথা

প্রথমপাতার পর...

এ বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'এই ধরনের ভাষা বিজেপির সংস্কৃতি। বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে ওদের সংস্কৃতি মেলে না। পঞ্চায়েত ভোটে মানুষ ওদের গো হারা হারিয়েছে। সেই হতাশা থেকে ওরা আবোল তাবোল কথা বলছেন। অপরাধ জগতের মানুষেরা এই জগতেই কথা বলে।

জনগণ বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে আমরা দায়ী থাকবো না

প্রথমপাতার পর...

দেবদাসের পাশাপাশি এদিন বনগাঁর সংসদ শান্তনু ঠাকুরকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন বিশ্বজিৎ বাবু। তিনি বলেন, সাড়ে চার বছর সাংসদকে দেখা যায়নি। ২০টা সম্পত্তি কিনেছেন। নিজের দাদাকে রাজনীতিতে এনেছেন। এটা কি ব্যবসা না সমাজসেবা, আপনারা ভেবে দেখবেন।

বনগাঁর পৌর প্রধান গোপাল শেঠও শান্তনু ঠাকুরকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করে বলেন, "মতুয়াদের কোটি কোটি টাকা তোলা তুলেছে শান্তনু ঠাকুর ও তার পরিবার। বস্তা বস্তা টাকা তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে। ইডি- সিবিআইকে বলব বিষয়টি দেখতে।"

তৃণমূলের অভিযোগের প্রসঙ্গে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, "তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেছেন, আমি নিজের বাড়িতে বোমা মারবো ভাঙচুর করবো। এটা নিশ্চয়ই তার কোন পরিকল্পনা রয়েছে। আমি স্পষ্ট ভাবে বলে দিতে চাই। আমার পরিবার অথবা আমার যদি কোন ক্ষতি হয় তার জন্য দায়ী থাকবে তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস।"

প্রসঙ্গত ১৭ আগস্ট শহরে বিজেপির পক্ষ থেকে মিছিল ও পথসভা করা হয়েছিল। সেই সভা থেকে দেবদাস বাবু বিশ্বজিৎ বাবুর উদ্দেশ্য কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। সেদিন তার পালটা কর্মসূচি হল।

শ্বাসরোধ করে, কেরোসিন তেল ঢেলে স্বামীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে, ধৃত স্ত্রী

প্রতিনিধি ঃ কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে স্বামীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগর থানার নহাটা তেঘরিয়াপোতা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম আসাদুল মন্ডল (৩৫)। অভিযুক্ত স্ত্রীর নাম রুপা মন্ডল।

রাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। আসাদুলের বাবা আবু কাসেম মন্ডল এর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রুপাকে গ্রেপ্তার করে সোমবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানিয়েছে, ''অভিযুক্ত রূপা মন্ডলের সঙ্গে আসাদুলের বছর দুইদিন আগে বিয়ে হয়। রুপা মুম্বাইয়ে কাজ করতো। সেখানেই আসাদুলের সঙ্গে পরিচয় হয়। এরপরেই আসাদুল রুপাকে বিয়ে করে নিয়ে নহাটার বাড়িতে আসে।''

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মৃত আসাদুল প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি আসত। তা নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকতো। সে কারণেই স্বামীকে খুন করেছে বলে অভিযোগ। যদিও আসাদুলের বাবার দাবি ছেলেকে শ্বাসরোধ করে খুন করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল বৌমা। বৌমার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।

যদিও অভিযুক্ত রূপা মন্ডলের দাবি, ''রাতে ইলেকট্রিকের তার জড়িয়ে যায় আসাদুলের গায়ে। পাশে কেরোসিন তেল ছিল কোনভাবে সেখান থেকে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। আমার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে গোপালনগর থানায় খবর দেয়। রবিবার সকালে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি রূপা মন্ডলকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে সোমবার বনগাঁ মহকুম আদালতে পাঠিয়েছে। বনগাঁ মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী সমীর দাস বলেন, ''ওই মহিলার বিরুদ্ধে তার স্বামীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ করেছে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছে।''

চোর সন্দেহে দুই মহিলাকে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর, উদ্ধার করল পুলিশ

প্রতিনিধি ঃ ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে দুই অপরিচিত মহিলা চুরি করতে এসেছিল বাড়িতে। হাতেনাতে ধরা হয়েছে অভিযোগ এনে গাছে বেঁধে দুই মহিলাকে বেধড়ক মারধর করল এলাকার মহিলারা। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগর থানার গাজীপুর এলাকায়।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, এই গ্রামে এর আগেও কয়েকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। দিনের বেলাতেই ছদ্মবেশ নিয়ে বিভিন্ন কায়দায় চুরি হয় বলে অভিযোগ। এদিন দুপুরে গাজীপুরের বাসিন্দা সুশান্ত মন্ডল ও তার স্ত্রী রিনা মন্ডল বাড়িতে ছিল না। অভিযোগ, সেই ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে ওই দুই মহিলা ঘরে ঢুকে পড়ে। তাদের সঙ্গে দুটি বাচ্চাও ছিল। স্থানীয় গৃহবধূ শ্যামলী মুন্ডা বলেন, 'আমি যাবার পথে দেখি যে, বাড়ির সামনের তালা খুলছে এক মহিলা। আর পাশের বাড়ির একটি ঘরে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে আর এক মহিলা। অচেনা লোক তালা খুলছে দেখে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে অস্বীকার করে। এরপরেই আরো এক প্রতিবেশীর চোখে পড়ে যায় তারা। এরপর গ্রামের লোকেরা খবর পেয়ে ছুটে আসে। তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা কোন সঠিক উত্তর দিতে পারে না। এরপরেই এলাকাবাসী জড়ো হয়ে যায়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই দুই মহিলা চুরির উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। তাদের প্রশ্ন করা হলে কোন সঠিক উত্তর দিতে পারছে না। আত্মীয় বাড়িতে এসেছে বললেও কোন আত্মীয়ের নামও বলতে পারছে না। অভিযোগ, এর পরেই দুই মহিলাকে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে এলাকাবাসী। খবর পেয়ে গোপালনগর থানার পুলিশ এসে ওই দুই মহিলা ও তাঁদের সঙ্গে থাকা বাচ্চাদের গোপালনগর থানায় উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুই মহিলাকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। আটক করে জেরা করে দেখা হচ্ছে কি উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এসেছিল এবং কি তাদের পরিচয়।

স্ত্রীকে খুন করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ চিকিৎসক স্বামীর

প্রতিনিধি ঃ বিয়ের প্রায় ২ বছরের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তির জেরে চিকিৎসক স্বামী ধারাল ছুরি দিয়ে স্ত্রীর গলার নলি কেটে খুন করল বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদার হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডপঘাটা এলাকায়। রবিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই স্বামী বাগদা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম রত্নতমা দে (২৫)। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে বনগাঁ হাসপাতালে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। মৃতের বাবা রাজীবকুমার দে রবিবার বাগদা থানায় মেয়ের স্বামী সহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। তার দাবি, মেয়ের কাছে ফ্লাট চেয়ে শারীরিক মানসিক নির্যাতন করা হত। ওই তিন সদস্য মিলে তাঁর মেয়েকে খুন করেছে।

স্বাধীনতা দিবসে মহিলাদের ফুটবল টুর্নামেন্ট

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের স্বাধীনতার ৭৭তম বর্ষ উদ্‌যাপন এবং সেই সঙ্গে এক আকর্ষনীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে দেশের

অন্যতম সমাজসেবি সংস্থা চাঁদপাড়া এস সি এস টি ওয়েলফেয়ার এ্যসোসিয়েশনের সদস্যরা। ১৫ আগষ্ট সকালে সংস্থার কার্যালয় অঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে স্বাধীনতার শহীদগণের স্মরণ করেন উপস্থিত সকল সদস্য- সদস্যাগণ।

আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে সংস্থা কর্তৃপক্ষ এদিন দিবারাত্রির এক আকর্ষনীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। সংস্থার ছোট-বড় সদস্যগণকে নিয়ে মহিলাদের চারটি ও পুরুষদের ৫টি টিম করা হয়। খেলোয়াড়দের প্রত্যেককে নতুন জার্সি দেওয়া হয়। ফুটবল খেলাকে ঘিরে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। খেলা শেষে উভয় বিভাগের বিজয়ী বিজিত দলকে সুদৃশ্য ট্রপি ও সকল খেলোয়াড়কে মেডেল প্রদান করা হয়। রাতে সকলের জন্য ছিল নৈশাহারের ব্যবস্থা। সংস্থার সম্পাদক ও বিশিষ্ট শিক্ষক মলয় সানা জানান, সংস্থার সদস্য ঘরোয়া মহিলাগণ এই প্রথম ফুটবল খেলতে মাঠে নামলেন। নিয়মিত খেলাধূলা ও শরীর চর্চার মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা সম্ভব। এই বার্তা ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যেই দেশের স্বাধীনতার পুণ্য দিনে তাঁদের এই আয়োজন বলে শ্রীসানা আরোও জানান।

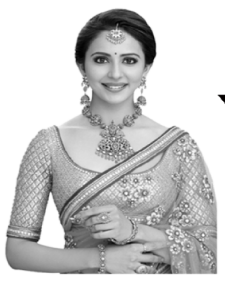

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

HALL MARK

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

COMPUTER & PRINTER REPAIRING

যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়। কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN

Mob. : 9734300733

অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**